ইউনিট ৩

সমাজ ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। সঙ্গ প্রিয়তা, জীবিকার সংস্থান ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে মানুষ আদিকাল থেকেই সমাজবদ্ধ। বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ যখন একতাবদ্ধ হয়, তখনই সমাজের সুত্রপাত হয়। প্রখ্যাত রাষ্ট্রচিন্তাবিদ এ্যারিষ্টেটল বলেছেন, "যে ব্যক্তি সমাজে বসবাস করে না, সে হয় পশু না হয় দেবতা।" সুতরাং একথা অস্বীকার্য হয় মানুষ ও সমাজের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

সমাজ মানবীয় সংগঠনের একটি সাধারণ রূপ। পরিবার ও বিভিন্ন গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। পরবর্তীতে মানুষের উন্নততর চিন্তাচেতনা, সাংগঠনিক তৎপরতা এবং বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ উন্নততর রূপ ধারণ করেছে। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল ধরনের কাজকর্মই সমাজের আওতাভুক্ত। একজন মানুষ বিভিন্নভাবে অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পর্কিত। সমাজ মানুষের এই সম্পর্কেরই বাস্তবরূপ।

একজন মানুষকে নিয়ে সমাজ তৈরী হয় না, আবার সমাজে কতজন মানুষ থাকবে তারও কোন সীমারেখা নেই। তবে সমাজে দু'টিত জিনিস থাকতে হবেই। প্রথমতঃ পরস্পর সম্পর্কিত মানবগোষ্ঠী এবং দ্বিতীয়তঃ এই সম্পর্ক সম্বন্ধে তাদের সচেতনতা। অর্থাৎ পরস্পর এক মানবগোষ্ঠী যখন একত্রে বসবাস শুরু করে এবং এই সম্পর্ক সম্বন্ধে যখন তার সচেতন হয়, তখনই গড়ে ওঠে সমাজ এবং কখন ও কিভাবে সমাজ জীবনের উৎপত্তি হয়েছে, কিভাবে সমাজ গড়ে উঠেছে, তার সঠিক ইতিহাস কারো জানা নেই। তবে সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন মানবজাতির শুরু থেকেই সমাজ জীবনও শুরু হয়েছে। আর বিবর্তণের মধ্য দিয়ে সমাজ বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তবে সমাজ পরবর্তনশীল, এখনও সমাজ বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হচ্ছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হল-

পাঠ-৩.১ ঃ সমাজের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ-৩.২ ঃ মানব জীবনে সমাজের প্রয়োজনীয়তা
পাঠ-৩.৩ ঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ-৩.৪ ঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব
পাঠ-৩.৫ ঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

পাঠ-৩.১ ঃ সমাজের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

☞ ৩.১ঃ১ সমাজ কি তা বলতে পারবেন।

☞ ৩.১ঃ২ সমাজের বৈশিষ্ট্যসমুহ উলেখ করতে পারবেন।

৩.১ঃ১ সমাজের সংজ্ঞা

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সমাজকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ম্যাক এবং ইয়ং বলেছেন, "সমাজ হচ্ছে বৃহত্তম মানব দল যাদের মধ্যে একই ধরনের অভ্যাস, ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী বিদ্যমান, যারা নির্দিষ্ট একটি ভু-খন্ডে বসবাস করতে চায় এবং যারা নিজেদের একটি একক সামাজিক সত্তা হিসেবে মনে করে।" সমাজের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন সমাজ বিজ্ঞানী গিডিংস। তিনি বলেছেন, "সমাজ হল সেই সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি, যারা কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রিত হয়েছে।" অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যখন সমষ্টির কোন সাধারণ উদ্দেশ্য পুরণের জন্যে সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করে, তখনই সমাজ গঠিত হয়। আর এই সাধারণ উদ্দেশ্য হল মানুষের কল্যাণ সাধন।

মানুষ একাকী বসবাস করতে পারে না। তাই সে অনেকের সাথে একত্রিত হয়ে সমাজে বসবাস করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একত্রিত হয়ে সমাজে বসবাস করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ সমাজে বসবাস করে এবং বিভিন্নভাবে নিজেকে বিকশিত করে। মানুষের কল্যাণ সাধন, সুষ্ঠু, সু-শৃংখল এবং শান্তিপুর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে সমাজ গঠিত হয়। সমাজের মাধ্যমেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। এছাড়াও সমাজ তার সদস্যদের নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। আর সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্যে সমাজে বিভিন্ন রীতিনীতি ও বিধিবিধান প্রবর্তন করা হয়। এই সব রীতিনীতি ও বিধিবিধানের মাধ্যমে সমাজ তার সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস না করলে মানুষের মানবিক গুণাবলীগুলো বিকশিত হয় না। এছাড়াও পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভুতি এবং সুখ-সমৃদ্ধি লাভের আশায়ও মানুষ সমাজে বসবাস করতে অনুপ্রাণিত হয়।

সুতরাং একথা বলা যায় যে, পরস্পর নির্ভরশীল এবং কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিই সমাজ। এই জনসমষ্টি কতকগুলো সম্পর্কের ভিত্তিতে আবদ্ধ এবং কিছু রীতিনীতি ও নিয়মকানুন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। তাই আমরা বলতে পারি যে, কিছু মানবিক গুণাবলী- যেমন হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা প্রভৃতিকে ভিত্তি করে যে ব্যাপক সম্পর্ক গড়ে ওঠে-তাকেই বলে সমাজ।

৩.১ঃ২ বৈশিষ্ট্য

সমাজের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্য সমুহের ভিত্তিতেই সমাজ গড়ে ওঠে। যেমন;

প্রথমত, ব্যক্তি সমষ্টি ঃ ব্যক্তি হল সমাজের মূল। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সমাজ গড়ে উঠে । ব্যক্তি একাকী বসবাস করতে পারে না। সে চায় সঙ্গী। সুখে-দুঃখে, আনন্দ বেদনায়, আশা-নিরাশায় মানুষ অন্যের সাহচর্য কামনা করে। এই চাওয়া মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি থেকে এসেছে। আর মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই উৎপত্তি হয়েছে সমাজের।

দ্বিতীয়ত, পারস্পারিক নির্ভরশীলতা ঃ মানুষের জীবনে বহু জিনিসের প্রয়োজন হয়, যেমন - অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি। এই প্রয়োজনগুলো মানুষ অর্জন করে একত্রে পারস্পারিক সহযোগিতায়। এই সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা মানুষকে সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ করেছে।

তৃতীয়ত, সম্পর্ক ঃ সমাজে মানুষের মধ্যে নানাবিধ সম্পর্ক বিদ্যমান। বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন, শিক্ষক-ছাত্র, প্রভু-ভৃত্য প্রভৃতি সম্পর্কের জালে সমাজ আবদ্ধ। সমাজে মানুষ জন্ম নেয়া মাত্রই বিভিন্ন স্মরণের সম্পর্কের জালে জড়িয়ে যায়। এই সম্পর্ক সমাজকে টিকে থাকতে সহায়তা করে। সমাজ বিজ্ঞানী জিসবার্ট সত্যিই বলেছেন যে, "সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের জালস্বরূপ, যে সম্পর্কের মাধ্যম প্রতিটি মানুষ তার সঙ্গীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত।"

চতুর্থত, উদ্দেশ্য ঃ কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে সমাজ গঠন করেছে। এই উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে একত্রিত হয়ে মৌলিক অধিকারগুলো ভোগ করা, নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করা, সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলা। এই উদ্দেশ্য সমাজকে স্থায়িত্ব দিয়েছে।

পঞ্চমত, স্থায়িত্ব ঃ সমাজ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। সমাজের মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক প্রকাশিত হয়। ব্যক্তি সমষ্টি যখন স্থায়ী কর্মকান্ড নিয়ে সংঘবদ্ধ হয়, তখনই সমাজ গঠিত হয়।

ষষ্ঠত, বৈচিত্র্য ঃ সমাজে শুধু সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বিদ্যমান নয়, পাশাপাশি থাকে বিরোধ, অসযোগিতা ও অনৈক্য। মানব জীবনের বিচিত্র রূপ দেখা যায় সমাজে। সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ঐক্য, সাহায্যের পাশাপাশি অসহযাগিতা, অবহেলা, ঘৃণা, দ্বন্দ্ব, কলহ প্রভৃতি মানব চরিত্রে এনে দিয়েছে বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্রের প্রকাশ ঘটে সমাজ জীবনেও। তবে সমাজ জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল সদস্যদের মধ্যে সমঝোতা ও ঐক্য গড়ে তোলা।

সপ্তমত, পরিবর্তনশীলতা ঃ সমাজ সদা পরিবর্তনশীল। সময়ের সাথে সাথে সমাজের রীতিনীতি, প্রথা, মুল্যবোধ, সামাজিক সম্পর্কের ধরণ-সবকিছুই পরিবর্তিত হতে থাকে। পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সমাজ এগিয়ে চলে এবং টিকে থাকে।

অষ্টমত, সামাজিক ও নৈতিক মুল্যবোধ ঃ সামাজিক ও নৈতিক মুল্যবোধ সমাজের ভিত্তি বা প্রাণ। সমাজ স্বীকৃত রীতিনীতি, আচার-আচরণ, ন্যায়-অন্যায়, জীবনাদেশ প্রভৃতির একত্রিত রূপ হল এই মুল্যবোধ। মুল্যবোধ সমাজকে স্থায়ীত্ব দেয়। তাই সমাজের সদস্যদেরও এই মুল্যবোধ মেনে চলতে হয়।

নবমত, সামজিক নিয়ন্ত্রণ ঃ সমাজে মুল্যবোধ ছাড়াও ধর্ম, আইন-কানুন, প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতি আছে। এগুলোর মাধ্যমে সমাজ তার সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই নিয়ন্ত্রণ আরোপের ফলে সমাজে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করা সম্ভব হয়। সমাজের সদস্যরাও স্বীয় স্বার্থে এই নিয়ন্ত্রণ মেনে চলে।

বস্তুত; এই বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তিতেই সমাজ গড়ে উঠেছে। সমাজ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। তবে সময়ের সাথে সাথে সমাজ তার সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। কিন্তু সমাজ কখনও ভেঙ্গে পড়ে না।

সার-সংক্ষেপ

সমাজ হল সেই সংঘবদ্ধ ব্যক্তিসমষ্টি, যারা কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে একত্রি হয়। এই সাধারণ উদ্দেশ্য হল মানব কল্যাণ। মানুষের কল্যাণ সাধন, সু-শৃংখল ও শান্তিপুর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে সমাজ গঠিত হয়। বিভিন্ন বিধিবিধান ও রীতিনীত প্রবর্তনের মাধ্যমে সমাজ শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করা হয় এবং এর সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সংঘবদ্ধতা, ঐক্য, স্থায়িত্ব, বৈচিত্র্য, নৈতিকতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, পরিবর্তনশীলতা প্রভৃতি সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমাজ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। তবে সমাজে পরিবর্তন আসতে পারে। সময়ের সাথে সাথে এর সদস্যদের দাবীর প্রেক্ষিতে সমাজে পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। তাই সমাজ কখনও ভেঙ্গে পড়ে না।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন - ৩.১

সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করুন-

১. সমাজ হল বিচ্ছিন্ন জনসমষ্টি।
২. মানুষ একাকী বাস করতে পারে না।
৩. সমাজের মাধ্যমেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়।

উত্তরমালা ঃ ১. মিথ্যা, ২. সত্য, ৩. সত্য

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের —— ।
২. সমাজ একটি —— প্রতিষ্ঠান।
৩. সমাজ সদা —— ।
৪. সামাজিক ও নৈতিক —— সমাজের —— বা —— ।
৫. সমাজ তার সদস্যদের —— অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

উত্তরমালা ঃ ১. জালস্বরূপ, ২. স্থায়ী, ৩. পরিবর্তনশীল, ৪. মুল্যবোধ, ভিত্তি, প্রাণ, ৫. সমাজ।

সংক্ষিপ্ত রচনামুলক প্রশ্ন

১। সমাজের সংজ্ঞা দিন। সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।
২। মানুষ কেন সমাজে বসবাস করে আলোচনা করুন।

পাঠ-৩.২ ঃ মানব জীবনে সমাজের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

☞ ৩.২ঃ১ মানব জীবনে সমাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৩.২ঃ১ মানব জীবনে সমাজের প্রয়োজনীয়তা

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন, "নিরাপত্তা, সুখ-সমৃদ্ধি, শিক্ষার উপকরণ এবং আরো অন্যান্য সুযোগের জন্যে মানুষ সমাজের উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও মানুষের স্বপ্ন, আকাংখা, শারিরীক ও মানসিক উৎপর্ষতার জন্যেও মানুষ সমাজের উপর নির্ভরশীল।" ম্যাকাইভার ও পেজ-এর উক্তি থেকেই সমাজের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বোঝা যায়। মানুষ সমাজে জন্ম গ্রহণ করে, সমাজেই সে সারা জীবন অতিবাহিত করে। সমাজ ব্যতীত মানুষের পক্ষে জীবন ধারন করা সম্ভব নয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষ সমাজের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

বহুকাল থেকে মানুষ সমাজ বদ্ধ হয়ে বসবাস করছে। মানুষের পারস্পারিক অভাব ও প্রয়োজনবোধ, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে সমাজ গঠনের। মানুষের জীবনে সমাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল।

প্রথমত, সঙ্গপ্রিয়তা ঃ- মানুষ সঙ্গপ্রিয়। সে একাকী বসবাস করতে পারে না। সে চায় সঙ্গী। চায় কথাবার্তা ও ভাবের আদান প্রদান করতে। এই সহজাত প্রবৃত্তির জন্যেই মানুষ সমাজ গঠন করে।

দ্বিতীয়ত, নিরাপত্তা ঃ- মানুষ প্রতি নিয়ত বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছে। এ জন্যে সে সর্বদা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। এই অসহয়তা থেকে মুক্তির জন্যেও মানুষ সমাজ গড়ে তোলে। কারণ সমাজ মানুষকে নিরাপত্তা দেয়। শত্রুর আক্রমন থেকে রক্ষা করে।

তৃতীয়ত, মৌলিক প্রয়োজনসমুহ পুরণ ঃ- প্রতিটি মানুষের জীবনে কতকগুলো মৌলিক চাহিদা বা প্রয়োজন আছে। জীবন ধারনের জন্যে মানুষ সর্বপ্রথম গুরুত্ব দেয় এই চাহিদাগুলোকে। এই চাহিদাগুলো পূরণ করাই মানব জীবনের সর্ব প্রধান লক্ষ্য। চাহিদাগুলো হল-১) খাদ্য, ২) বস্ত্র, ৩) বাসস্থান, ৪) শিক্ষা এবং ৫) চিকিৎসা। এই পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পুরণের লক্ষ্যেও মানুষ সমাজ গড়ে তোলে। কারণ সমাজে সকল মানুষের পারস্পারিক সহযোগিতা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এই মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হওয়া সম্ভব।

চতুর্থত, বংশ রক্ষা ঃ- প্রতিটি মানুষ চায় তার উত্তরসুরী রেখে যেতে। এক্ষেত্রে সমাজ মানুষকে সাহায্য করে। সমাজে মানুষ বিবাহ প্রথার মাধ্যমে পরিবার গঠন করে, সন্তান-সন্ততির জন্ম দান করে, এবং তাদের লালন-পালন করে থাকে। এই শিশুদের পরিচর্যা, শিক্ষা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব ও সমাজ নিয়ে থাকে।

পঞ্চমত, সামাজিকীকরণ ঃ- সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানবশিশু ক্রমশঃ সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। সমাজ তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন-পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, রাষ্ট্র প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্তিকে সামাজিক আচার-আচরণ, আইন-কানুন, মুল্যবোধ, শৃংখলা-আনুগত্য, অধিকার-কর্তব্য প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত করে এবং মানুষকে সমাজে বসবাস করার উপযোগী করে তোলে। সুতরাং সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রেও সমাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ষষ্ঠত, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ঃ- সমাজের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ কাজ হলো মানুষের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। বিভিন্ন নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ, প্রথা এবং আইন-কানুনের মাধ্যমে সমাজ তার সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে সমাজে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা পায় এবং সুস্থ্য পরিবেশ বজায় থাকে।

সপ্তমত, সভ্যতার বিকাশ ঃ- সভ্যতার বিকাশের জন্যেও সমাজ মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্প-সংস্কৃতিতে মানব সভ্যতা আজ উচ্চতর শিখরে পৌঁছেছে। সমাজ ব্যতীত এই বিকাশ সম্ভব হতো না। সমাজে বাস করেই মানুষ তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পেরেছে।

সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে, মানব জীবনের সমাজের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সৃষ্টির সেরা জীব হলে মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এ জন্যে প্রয়োজন হয় অন্যের সাহায্য। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনের ভিত্তিভূমি হচ্ছে সমাজ।

সার-সংক্ষেপ

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষ সমাজের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। নিরাপত্তা, সুখ-সমৃদ্ধি, শিক্ষার উপকরণ এবং অন্যান্য আরো সুযোগ সুবিধার জন্যে মানুষ সমাজের উপর নির্ভরশীল। সঙ্গপ্রিয়তা, নিরাপত্তা, মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণ, বংশ রক্ষা, সামাজিকীকরণ, সভ্যতার বিকাশ প্রভৃতি কারণে সমাজ গড়ে তুলেছে। সমাজ বিভিন্ন নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ, প্রথা এবং আইন-কানুনের মাধ্যমে তার সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে সমাজে শান্তি-শৃংখলা রাক্ষা করে। মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনের ভিত্তিভূমি হচ্ছে সমাজ। সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে, মানব জীবনে সমাজের প্রয়োজনীয়তা অপরীসীম।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দাও

১. "নিরাপত্তা, সুখ-সমৃদ্ধি, শিক্ষার উপকরণ এবং আরো অন্যান্য সুযোগের জন্যে মানুষ সমাজের উপর নির্ভরশীল" উক্তিটি কার?

ক. ম্যাকাইভার ও পেজ খ. ম্যাকাইভার ও ফ্রিডল্যান্ডার গ. ম্যাকাইভার ও ম্যালথাস

২. মানুষ সমাজ গঠন করে-

ক. প্রয়োজনের তাগিদে খ. সহজাত প্রবৃত্তির জন্যে গ. ব্যক্তিগতভাবে

৩. সমাজ মানুষকে

ক. নিরাপত্তা দেয় খ. সাহায্য করে গ. কোনটিই না

৪. প্রতিটি মানুষের জীবনে কতগুলো —— আছে।

ক. যৌগিক চাহিদা খ. মৌলিক চাহিদা গ. ধন সম্পদ

৫. শিশুদের পরিচর্যা, শিক্ষা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে থাকে-

ক. পরিবার খ. সমাজ গ. রাষ্ট্র

উত্তরমালা

১. ক. ম্যাকাইভার ও পেজ ২. খ. সহজাত প্রবৃত্তির জন্যে ৩. ক. নিরাপত্তা দেয়
৪. খ. মৌলিক চাহিদা ৫. খ. সমাজ।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্ন

১. মানব জীবনে সমাজের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

পাঠ-৩.৩ ঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ☞ ৩.৩ঃ১ সামাজিক প্রতিষ্ঠান কি তা বলতে পারবেন,
- ☞ ৩.৩ঃ২ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা দিতে পারবেন,
- ☞ ৩.৩ঃ৩ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমুহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.৩ঃ১ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

প্রাচীনকালে মানুষের চাহিদা ছিল সীমিত, সমস্যার ধরণও ছিল সহজ সরল। তাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেই সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষের জীবনযাত্রা অনেক জটিল হয়ে গেছে। প্রতিনিয়ত মানুষকে বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। এছাড়া সমস্যাও দেখা দিয়েছে বিভিন্নমুখী এবং জটিল। বর্তমানকালে মানুষের এইসব বহুমুখী সমস্যা নিজেদের পক্ষে সমাধান করা সব সময়ে সম্ভব হয় না। তাই কিছু কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যা মানুষের সমস্যা সমাধানে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই বর্তমানে মানুষের জীবনে এইসব সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। নির্দিষ্ট কিছু বিধি বিধানকে কেন্দ্র করে সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং পরিচালিত হয়। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী হবহাউস প্রতিষ্ঠানকে "সমাজ জীবনের একটি হাতিয়ার" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থ্যাৎ হবহাউসের মতে, "প্রতিষ্ঠান হল এমন একটি সংগঠন যার মাধ্যমে সমাজের মানুষের প্রয়োজন ও সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব হয়।"

৩.৩ঃ২ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা

সামনার ও কেলার বলেন, "প্রতিষ্ঠান হল এমন একটি সক্রিয় ব্যবস্থা যা সামাজিক রীতিনীতি ও লোকাচারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে।" মুলতঃ মানুষের আশা-আকাংখা, ধ্যান-ধারনা ও কৃষ্টির মুর্ত প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠান সমাজে স্থায়ী আসন করে নেয়। মানুষের বিভিন্ন ধরনের বাস্তব ও বহুমুখী প্রয়োজনের সমাধানের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই মানুষ সমস্যাসমুহের স্থায়ী ও কার্যকরী সমাধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারে। এদিক থেকে মানব জীবনে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ম্যাক ও ইয়ং বলেছেন, "প্রতিষ্ঠান হল এমন এক সামাজিক ব্যবস্থা এবং নিয়মকানুনের সমষ্টি যা সমাজের কোন কোন মৌলিক কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে।" মানুষের প্রয়োজনেই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম ও গড়ে ওঠা এবং প্রতিষ্ঠান হল একটি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সংগঠন।

৩.৩ঃ৩ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমাজের সদস্যদের বিভিন্নমুখী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গঠিত হয়। যদিও প্রথমে অস্থায়ী রূপে দেখা যায়। কিন্তু কালক্রমে প্রতিষ্ঠান স্থায়ী রূপ ধারণ করে। প্রতিষ্ঠানের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। নীচে প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হল।

প্রথমত ঃ প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ব্যবস্থা। যদিও শুরুতে অস্থায়ীভাবে কার্যক্রম শুরু করে।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিনের চর্চার ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠে।

তৃতীয়ত ঃ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মূলে আছে আদর্শ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান মূলতঃ ব্যক্তির আশা আকাংখা, ধ্যান-ধারণা, কৃষ্টির প্রতীক।

চতুর্থত ঃ প্রতিষ্ঠান সার্বজনীন। প্রতিটি সমাজ সভ্যতায় প্রতিষ্ঠানের একই রূপ দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়।

পঞ্চমত ঃ প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি চাহিদা পুরণ করে এবং মানব কল্যাণ সাধন করে।

ষষ্ঠত ঃ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রীতি-নীতি এবং প্রথার মাধ্যমে সামাজিক মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সমাজে শৃংঙ্খলা রক্ষা করে।

সপ্তমত ঃ প্রতিষ্ঠান সমাজকে প্রাণবন্ত ও গতিশীল রাখে। এছাড়া সমাজের প্রগ্রগতিকে অব্যাহত রাখে।

অষ্টমত ঃ প্রতিষ্ঠান সভ্যতার বাহন। বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান নিদিষ্ট কর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে সমাজে স্থিতিশীলতা আসে।

নবমত ঃ মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিকে সাহায্য করে। ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম।

দশমত ঃ প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের প্রচলিত আইনের দ্বারা স্বীকৃত।

সুতরাং একথা বলা যায় যে, মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্যেই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব। সমাজে ব্যক্তির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রীতি-নীতি ও প্রথার উদ্ভব হয় এবং পরবর্তীতে সু-সংবদ্ধ হয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিণত হয়। এ কারণেই ডেসলার বলেছেন, "সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল সমাজে মানুষের এক বা একাধিক দীর্ঘমেয়াদী অপরিহার্য প্রয়োজন মেটানোর জন্যে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সংগঠন"।

সার-সংক্ষেপ

প্রতিষ্ঠান হল এমন একটি সংগঠন যার মাধ্যমে সমাজের মানুষের প্রয়োজন ও সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব। মানুষের আশা-আকাঙ্খা, ধ্যান-ধারণা, আদর্শ, কৃষ্টি, মূল্যবোধের মূর্ত প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠান সমাজে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী আসন করে নেয়। রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার, বিবাহ, ধর্ম ইত্যাদি প্রতিটি হল বিভিন্ন ধরণের সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সামাজিক প্রতিষ্ঠান সার্বজনীন। এগুলো ব্যক্তির চাহিদা পুরণ করে এবং মানব কল্যান সাধন করে। এছাড়া সমাজের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন-৩.৩

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. প্রাচীনকালে মানুষের চাহিদা ছিল —— ।
২. বর্তমানে সমস্যাগুলো —— এবং ——।
৩. প্রতিষ্ঠান হল সমাজ জীবনের একটি ——।

উত্তরমালা ঃ ১. সীমিত, ২. বিভিন্নমুখী, জটিল, ৩. হাতিয়ার।

সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করুন-

১. প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ব্যবস্থা।
২. প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিনের চর্চার ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠে নি।
৩. সমাজকে প্রাণহীন ও গতিহীন রাখে প্রতিষ্ঠান।
৪. প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের প্রচলিত আইনের দ্বারা স্বীকৃত।
৫. সামাজিক প্রতিষ্ঠান সার্বজনীন।

উত্তরমালা ঃ ১. সত্য ২. মিথ্যা ৩. মিথ্যা ৪.সত্য ৫. সত্য।

সংক্ষিপ্ত রচনামুলক প্রশ্ন ঃ

১। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা দিন এবং এর বৈশিষ্ট্যসমুহ আলোচনা করুন।

পাঠ-৩.৪ঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

☞ ৩.৪ঃ১ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৩.৪ঃ১ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব

মানব জীবনে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বঅপরিসীম। ব্যক্তির আচার-আচারণ নিয়ন্ত্রণ করা থেকে শুরু করে যেকোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে থাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সামাজিক সম্পর্কের প্রকৃতি, পরিস্থিতি এবং স্থানের উপর ভিত্তি করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমুহ ব্যক্তির কাছে থেকে বিশেষ ধরণের আচারণ আশা করে এবং ব্যক্তিকে সেই আচরণ করতে বাধ্য করে। এছাড়াও ব্যক্তির কিছু কিছু আচরণকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান উৎসাহিত করে এবং কিছু কিছু আচরণকে নিষিদ্ধ করে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান অসচেতনভাবে আদর্শ, মুল্যবোধ, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি সংগঠিত হয়ে গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানই সমাজের জনগণের অধিকাংশ আচরণকে অনুমোদন করে, পরিচালনা করে এবং সীমাবদ্ধ করে। গঠনমুলক সামাজিক -অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক সমস্যা সমাধান করে সমাজ জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম ও অতুলনীয়।

বার্নেস বলেছেন, "সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল এক ধরণের যন্ত্র,যার মাধ্যমে সমাজের মানুষ প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিভিন্ন ধরণের কার্যকলাপ সংগঠন, পরিচালন এবং সম্পাদন করে।" এই উক্তির মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বোঝা যায়। সমাজ জীবনের এই সব কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে আছে পরিবার, বিবাহ, ধর্ম, সম্পত্তি, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি। এই সব প্রতিষ্ঠান মানব কল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যাবলী সংগঠন ও পরিচালনা করে থাকে। মানব সমাজ যখন পরিবর্তিতে হতে থাকে, তখন পরিবর্তনশীল মানব সমাজে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও পরিবর্তিত হতে থাকে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন সূচিত হয় তার গঠনগত এবং ক্রিয়াগত উভয় দিক থেকেই। মানবীয় আচার-আচরণের সাথে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক চিরন্তন।

মানব সমাজের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল মাধ্যমস্বরূপ। এছাড়া সামাজিক প্রতিষ্ঠান সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, ফলে সমাজের মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি লাভের সুযোগও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এ কথা অনস্বীকার্য যে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল এমন সব ব্যবস্থা যা সামাজিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানব কল্যাণের কাজে লাগায়। এ জন্যেই সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

সার-সংক্ষেপ

মানব জীবনে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা থেকে শুরু করে যে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবর্তনশীল মানব সমাজে সামাজিক প্রতিষ্ঠানও পরিবর্তিত হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠান সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান সামাজিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে মানব কল্যাণের কাজে লাগায়। এজন্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে অত্যন্তবেশী গুরুত্ব দেয়া হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল এক ধরণের —— ।

২. মানবীয় আচার —— সাথে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ——।

৩. প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যম হল —— —— ।

৪. —— মানব সমাজে সামাজিক প্রতিষ্ঠানও —— হয়।

৫. সামাজিক —— সামাজিক —— রক্ষা করে।

উত্তরমালা ঃ ১. যন্ত্র ২. আচরণের, চিরন্তন ৩. সামাজিক প্রতিষ্ঠান
৪. পরিবর্তনশীল, পরিবর্তিত হয় ৫. প্রতিষ্ঠান, স্থিতিশীলতা।

রচনামুলক প্রশ্ন ঃ

১. সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ-৩.৫ ঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

☞ ৩.৫ঃ১ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কি তা বলতে পারবেন

☞ ৩.৫ঃ২ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.৫ঃ১ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

সমাজ বিজ্ঞানীগণ বলেছেন যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হল এমন কতকগুলো মূল্যবোধ, রীতি-নীতি ও প্রতিষ্ঠানের সমষ্ঠি যা সামাজিক সংহতি একতা রক্ষা করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সমাজের সদস্যদের ব্যক্তিগত ও দলীয় কলহ থেকে দূরে রাখে। মানুষকে ইচ্ছেমত চলাফেরা করতে দিলে কিংবা আচরণ করতে দিলে সমাজে শৃঙ্খলা থাকে না। তখন মানুষ দলগত ভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ কারণে সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়। এই পদ্ধতি গুলোই একত্রে সামাজিক শৃঙ্খলা হিসেবে পরিচিত। অধ্যাপক টি, বি, বটোমর বলেছের, "সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হল সমাজ প্রদত্ত এমন কতকগুলো আইন, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ এবং আদর্শের সমষ্টি, যা মানুষের দলগত ও শ্রেণীগত সংঘাতকে নিরসন করে এবং সুষ্ঠুও সুন্দর জীবন লাভে সমাাজের সদস্যদের সহায়তা করে।" সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মানুষের কল্যাণের জন্য তাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর নিয়ন্ত্রিত আচরণের মাধ্যমে মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা পায়। এর ফলে সামাজিক মঙ্গল অর্জিত হয়। অর্থাৎ সহজভাবে বলতে গেলে সামাজিক মূল্যবোধ, রীতি -নীতি, প্রতিষ্ঠান, কাঠামো, সংস্কৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে সমাজকে সংগঠিত ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে।

কখনও কখনও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কোন প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হয়। আবার কখন ও কখনও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সামাজিক মূল্যেবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় মূল্যবোধ, রীতিনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। তবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলাবোধকে জাগ্রত রাখার জন্যেই আরোপ করা হয়। সুতরাং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, তা প্রত্যক্ষভাবেই হোক আর পরোক্ষভাবেই হোক, মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে সমাজকে আকাঙ্খিত ধারায় পরিচালিত করে। এ জন্যেই সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, "সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এমন একটি পন্থা যার মাধ্যমে পুরো সামাজিক ব্যবস্থা সু-সংহত হয় এবং নিজেই পরিচালিত হয়।" অথাৎ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখে, মানব আচরণকে সমাজ আকাঙ্খিত ধারায় প্রবাহিত করে এবং সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন করে।

৩.৫ঃ২ সামাজিক নিয়ন্ত্রনের গুরুত্ব

সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ সমাজবদ্ধ মনুষের এমন সব আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা যে, সব আচরণ সমাজ ও আইন বিরোধী, যা সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয় এবং সর্বোপরি সামাজিক সংহতি বিনষ্ট করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী ই,এ,রস বলেন, "যদিও মানুষ সামাজিক সহানুভূতিশীল এবং ন্যয়-বিচারই তার ধর্ম, কিন্তু এসব গুণাবলী তার স্বার্থ অর্জনের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে যথেষ্ট নয়। তাই মানুষের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা আনয়ন করতে সমাজকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আশ্রয় নিতে হয়।" সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখে, সামাজিক সংহতি কে জোরদার করে। মানুষের অসংযত আচরণ দমন করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। আর প্রথা, মূল্যেবোধ ও অনুশাসন অনুযায়ী ব্যক্তিও গোষ্ঠির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরো একটি করণে গুরুত্বপূর্ণ এজন্যে যে, এখানে ব্যক্তির স্বার্থ অপেক্ষা গোষ্ঠি বা সমাজের স্বার্থকে বড় করে দেখা হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হল এক ধরনের কর্তৃত্ব বা শাসন ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সমাজকে শাসন করা হয়। তার এজন্য প্রচলিত রীতি-নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ, প্রথা প্রভৃতিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। আদিম যুগেও মানুষ গোষ্ঠীর সংহতি ও কল্যাণের জন্যে পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি মেনে চলত।

বর্তমান যুগে এই সহযোগিতার ক্ষেত্রে আরো প্রসারিত হয়েছে। শক্তির অপ প্রয়োগ সারা বিশ্বকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে বলে বর্তমানে নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো মূলতঃ একই ধরনের। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সমাজে এর কৌশল ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে বর্তমান যুগে সমাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব অপরিসীম; কারণ বর্তমানে প্রতিটি রাষ্ট্র তথা সমাজ উন্নয়ন অর্জনে আগ্রহী। এই উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সামাজিক ব্যবহৃ হয়। সুতরাং বর্তমান যুগে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সার-সংক্ষেপ

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হল এমন কতকগলো মূল্যেবোধ, রীতি-নীতি ও প্রতিষ্ঠানের সমষ্ঠি যা সামাজিক সংহতি এবং একতা রক্ষা করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মানুষের কল্যাণের জন্যে তাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করে এবং মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হতে পারে। আবার সামাজিক ও ধমীয় মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, রীতি-নীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পরিচালিত হতে পারে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামাজিক উন্নয়ন অর্জন ও মানব কল্যাণ সাধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই বর্তমান যুগে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন-৩.৫

সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন-

১. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সামাজিক সংহতি ও একতা রক্ষা করে।
২. সমাজকে শৃঙ্খলা বদ্ধ রাখার জন্য বিভিন্ন নিয়ম উদ্ভাবন করা হয়।
৩. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির স্বার্থ অপেক্ষা গোষ্ঠী বা সমাজের স্বার্থকে বড় করে দেখা হয়।
৪. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সমাজকে শাসন করতে পারে না।
৫. বর্তমান যুগে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব অপরিসীম।

উত্তরমালা - ১. সত্য ২. মিথ্যা ৩. সত্য ৪. মিথ্যা ৫. সত্য

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কি আলোচনা করুন।
২। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।